মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd February, 2021

February, 2021 Volume-VI, Issue-XII | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

সচেতনতা বাড়াতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সফল প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেসের ১২৫ তম জন্মদিবস এবং ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে পালন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। কোভিড আবহের কারণে এই দুটো অনুষ্ঠানই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তবে বছরের শুরুতে এই দুটো কার্যক্রমে সংগঠনের সদস্যরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

নেতাজীর ১২৫ তম জন্মদিবস পালন

নেতাজীর ১২৫ তম জন্মদিবসে সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে (শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে) জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর নেতাজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ। পরে নেতাজীকে স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের অবদানকে সামনে রেখে তিনি বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতমাতার সম্মান রক্ষার্থে সেইদিন সুভাষ বোস অনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন। সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার শিক্ষা নিতে হবে আজকের যুবসমাজকে। সংক্ষিপ্ত আকারেই শেষ হয় নেতাজী জন্মদিবস পালন।

৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে ২৬ জানুয়ারি সকালে সংগঠনের কার্য্যালয়ের সামনে যথারীতি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের প্রবীণ সদস্যরা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের মূল কার্যক্রম হচ্ছে মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির সহ জনসচেতনতা শিবির রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব সংগঠন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আমন্ত্রণের ভিত্তিতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সারা বছরই এই কাজে নিয়োজিত থাকে। গত বছর থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত কোভিড ১৯ মোকাবিলায় সংগঠন শহর এবং শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক, স্যানিটাইজার সহ প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসেও এর অন্যথা হয় নি।

পতাকা উত্তোলনের পরই প্রজাতন্ত্রদিবসের তাৎপর্য এবং ভারতের সংবিধানের গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এরপর সুদৃশ্য ট্যাবলো সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় থ্যালাসেমিয়া

প্রজাতন্ত্র দিবসে সম্পাদকের ভাষণ

রোধ প্রচারাভিযান শুরু হয়। শ্যামবাজার থেকে শুরু করে সিমলা স্ট্রিট স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা হয়। প্রত্যেক প্রচারস্থলেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। প্রত্যেকটি প্রচারের জায়গায় ক্যুইজ পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ক্যুইজ মাস্টার রাজীব সান্যাল এবং সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়াঙ্কো শূর। প্রচার শেষে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। সফল উত্তরদাতাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। সিমলা স্ট্রিটের পর কলেজ স্কোয়ারে, মৌলালিতে, কোয়েস্টমলের সামনে, গড়িয়াহাট মোড়ে, গোলপার্ক এবং শেষে বাঘাযতীন মোড়ে প্রচারাভিযান দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

চার টিকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে কাবু হবেই করোনার নতুন স্ট্রেন

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনার ভ্যাকসিন বন্টন শুরু হয়ে গেছে দেশে। প্রথম দফায় টিকাকরণ শুরু হয়ে গেছে। ভ্যাকসিনের ডোজ পড়লেই সংক্রমণের হার আরও কমে যাবে বলেই আশা দেশবাসীর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) যদিও বলেছে, টিকা নিলেই যে এ বছর হার্ড-ইমিউনিটি তৈরি হবে, তেমনটা নয়। তবে সংক্রমণজনিত জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটাই কমবে। এবারে যে প্রশ্নটা মাথা চাড়া দিয়েছে, তা হল করোনার নতুন স্ট্রেন কি ভ্যাকসিনে কাবু হবে?

ফাইজার, মোডার্না, অক্সফোর্ড সহ বিভিন্ন ভ্যাকসিন নির্মাতা সংস্থা ও রিসার্চ ইউনিটগুলির দাবি, ভ্যাকসিন এমনভাবে বানানো হয়েছে যা করোনার সুপার স্প্রেডার জিনও নষ্ট করতে পারে। বিশেষত, ডিএনএ ভ্যাকসিন, আরএনএ প্রযুক্তিতে তৈরি ভ্যাকসিন, অ্যাডনোভাইরাসকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করে তৈরি ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাকটিভ ভ্যাকসিন ইত্যাদি ছোঁয়াচে স্ট্রেন নির্মূল করার ক্ষমতা রাখে। ফাইজার তো বলেই দিয়েছে, এই টিকায় কাজ না হলে করোনার নতুন স্ট্রেন নষ্ট করার মতো এমআরএনও (মেসেঞ্জার আরএনএ) টিকা তারা কম দিনেই বানিয়ে ফেলতে পারবে। এখন দেখে নেওয়া যাক, এই নতুন স্ট্রেন আসলে কী, কতটা সংক্রামক, কীভাবে ভ্যাকসিনে নষ্ট হতে পারে।

১৭ রকম মিউটেশন হয়েছে করোনার নতুন স্ট্রেনে

মিউটেশন মানে হল জিনের গঠনের রাসায়নিক বদল। জেনেটিক মিউটেশন হয়েছে মানে জিনের গঠন বিন্যাস বদলে গেছে। করোনার নতুন স্ট্রেনেও জিনের গঠন বিন্যাস বদলে গেছে। ব্রিটেন থেকে এই নতুন স্ট্রেন ছড়িয়েছে। প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডে এই মিউট্যান্ট স্ট্রেনের খোঁজ মিলেছিল। পরে গোটা ব্রিটেনে ছড়িয়ে পড়ে। এখন পৃথিবীর আরও কয়েকটা দেশে ছড়িয়েছে এই নতুন স্ট্রেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা, নতুন স্ট্রেনের জিনোম সিকুয়েন্স (জিনের বিন্যাস) করে বলেছেন, এর নাম বি. ১.১.৭। বৈজ্ঞানিক নাম VUI-202012/01। এই ভাইরাল স্ট্রেনের নাকি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা খুব বেশি। কারণ মানুষের শরীরে ঢুকলে খুব দ্রুত এসিই-২ (ACE-2) রিসেপটর প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। গবেষকদের তথ্য থেকে জানা গেছে যে, ১৭ রকমের বদল হয়ে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের চেহারাই নাকি বদলে গেছে।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশ

ঐতিহাসিক

নয়াদিল্লি-ঐতিহাসিক। সমস্ত জল্পনা, কল্পনা, প্রতীক্ষার শেষ। শনিবার ১৬ জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশজুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সাত বাঙালি

নয়াদিল্লি-সাতজন বাঙালি এবার পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন। এরা হলেন ধর্মনারায়ণ বর্মা, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র হালদার, নারায়ণ দেবনাথ, বীরেন কুমার বসাক, মৌমা দাস এবং কমলি সোরেন।

বাজেট পেশ

নয়াদিল্লি-২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। দুটি পর্বে চলছে এই অধিবেশন। ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্ব শেষ হবে। দ্বিতীয় পর্ব চলবে ৮ মার্চ থেকে। শেষ হবে ৮ এপ্রিল।

ট্রাক্টর মিছিল

নয়াদিল্লি-প্রস্তাবিত কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কৃষকেরা ট্রাক্টর নিয়ে মিছিল করলেন। এদিন দিল্লির রাজপথের দখল নিয়েছিল কৃষকেরা।

দাবি নাকচ

নয়াদিল্লি-এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিনকে 'পরাক্রম দিবস' বলে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। 'দেশপ্রেম দিবস' হিসেবে দিনটিকে ঘোষণা করার দাবি রাজ্য থেকে জানানো হয়েছিল। এছাড়া হাওড়া-কালকা মেলের নাম 'নেতাজি এক্সপ্রেস' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

ডিজিটাল কার্ড

নয়াদিল্লি-ভোটারদের হাতে এবার দেওয়া হবে ডিজিটাল ভোটার কার্ড। নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে গিয়ে নিজের সচিত্র পরিচয়পত্রটি ডাউনলোড করা যাবে।

এক পলকে রাজ্য

নজরে হাওড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-মন্ত্রিত্ব ও দলের পদ ছাড়লেন লক্ষীরতন শুক্লা। বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছেড়ে দিলেন মন্ত্রিত্ব। বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া বরখাস্ত হলেন দল থেকে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বনমন্ত্রীকে অপসারিত করা হয়েছে।

পাচার নিয়ে তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি-কয়লা ও গরু পাচার কান্ডে রাজ্য পুলিশের তিন কর্তা সহ ছ'জন পুলিশ অফিসারকে তলব করল সি বি আই। গরু পাচার কান্ডের মূল অভিযুক্ত এনামুল হক এখন হাজতে।

বাগবাজারে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার ব্রিজের সামনে ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিধ্বংসী আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায় বস্তি। বাগবাজারের মায়ের লাইব্রেরির একাংশ পুড়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে কোন প্রাণহানি হয়নি।

আ-ছাঁদ-বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউটাউনে চালু হচ্ছে ছাঁদখোলা দো'তলা বাস। পর্যটকদের টানতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার ট্রায়াল রানও শেষ হয়েছে। এই পরিষেবায় সহযোগিতা করছে হিডকো এবং এন কে ডি এ।

ফের স্কচ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং করোনার মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য স্কচ পুরস্কার পেল।

এইমস কল্যাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি-বহির্বিভাগ সহ আটটি বিভাগ চালু হল কল্যাণীর এইমসে। মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, স্ত্রী রোগ, শিশুরোগ, মনোরোগ ও চর্মরোগ প্রভৃতি বিভাগগুলি চালু করা হয়েছে।

গরম দুধ

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি রাজ্যে চালু হতে চলেছে ছাগল, গরু ও মোষের খাঁটি গরম দুধের স্টল। এক ভাঁড় দুধের দাম ১০ টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই স্টলগুলো পরিচালনা করবেন।

এখানে - ওখানে

চার টিকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে কাবু হবেই করোনার নতুন স্ট্রেন

প্রথম পাতার পর

শরীরে নতুন স্ট্রেন ঢুকেছে? কী কী লক্ষণ দেখে বুঝবেন?

ব্রিটেন ফেরত বিমানে ভারতে আসা যাত্রীদের শরীরেও করোনার মিউট্যান্ট স্ট্রেন খুঁজে পাওয়া গেছে। এখনও অবধি ১০২ জনের শরীরে নতুন স্ট্রেন পাওয়া গেছে। কলকাতায় চারজন সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।

কী কী লক্ষণ দেখে সতর্ক হতে হবে

করোনা সংক্রমণের সব উপসর্গই থাকতে পারে। আবার রোগি অ্যাসিম্পটোমেটিক বা উপসর্গহীনও হতে পারে। তবে সাতটি মূল লক্ষণ দেখে সতর্ক হতে হবে, যেমন—অবসাদ, খিদে কমে যাওয়া, তীব্র মাথা যন্ত্রণা, পেট খারাপ, মানসিক বিভ্রান্তি, পেশির ব্যথা, ত্বকে জ্বালাপোড়া ব্যথা বা র‍্যাশ।

লন্ডনের কিংস কলেজের গবেষকরাও বলেছেন, এই উপসর্গ গুলি দেখা গেলেই বুঝতে হবে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। আর যদি বিদেশ ভ্রমণ করে থাকেন, তাহলে লালা রসের নমুনার জিনোম সিকোয়েন্স করিয়ে নিতে হবে। কারণ, নতুন স্ট্রেন অনেক সময়েই রিয়েল টাইম আরটি-পিসিআর টেস্টে ধরা পড়ছে না।

চার রকম ভ্যাকসিনেই নির্মূল হবে নতুন করোনা

এখনও অবধি যে সমস্ত ভ্যাকসিনের ট্রায়াল হয়েছে বা বাজারে এসেছে তাদের মধ্যে চার রকমই নতুন স্ট্রেনের প্রতিষেধক হতে পারে। এই চার ধরন হল—(গোটা ভাইরাস নিয়ে তৈরি ভ্যাকসিন, শুধুমাত্র ভাইরাসের কিছু অংশ (মূলত স্পাইক প্রোটিন) নিয়ে তৈরি ভ্যাকসিন, ভাইরাল ভেক্টর (নিষ্ক্রিয় অ্যাডনোভাইরাস) ও নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ ও আরএনএ) থেকে তৈরি ভ্যাকসিন।

সম্পূর্ণ ভাইরাস নিয়ে তৈরি ভ্যাকসিন দু'রকম হয়। প্রথমত, আস্ত ভাইরাসকে দুর্বল করে তার থেকে ভ্যাকসিন ক্যানডিডেট ডিজাইন করা হয়। এই ভ্যাকসিন শরীরে ঢুকলে ভাইরাল স্ট্রেন প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। কিন্তু কোনও সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ভাইরাসের জিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে ভ্যাকসিন তৈরি হয় যা শরীরে ঢুকলে প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না। তবে ইমিউন সিস্টেমকে চাঙ্গা করে তোলে। দুরকম ভ্যাকসিনেরই কাজ হল শরীরের বি-কোষ ও টি-কোষকে সক্রিয় করে ইমিউন রেসপন্স বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা।

নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে তৈরি ভ্যাকসিন দুরকম—ডিএনএ (ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) ভ্যাকসিন ও আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) ভ্যাকসিন। আরএনএ বা মেসেঞ্জার আরএনএ নিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করেছে আমেরিকা মোডার্না ও ফাইজার।

ফাইজার জানিয়েছে আর এন এ-র বিন্যাসকে কাজে লাগিয়েই ভ্যাকসিন ক্যানডিডেট BMT162 তৈরি হয়েছে, যে কোনও সংক্রামক প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে পারবে। এই ভ্যাকসিন ক্যানডিডেট তৈরির জন্য সার্স-কভ-২ ভাইরাসের সংক্রামক আরএনএ স্ট্রেন স্ক্রিনিং করে আলাদা করে প্রথমে ল্যাবরেটরিতে বিশেষ উপায়ে পিউরিফাই করা হয়েছে। এই পর্যায়ে ভাইরাল স্ট্রেনকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় যাতে শরীরে ঢুকলে তার সংক্রামক ক্ষমতা কমে যায়। এই নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল আরএনএ স্ট্রেন তখন কোষে ঢুকে প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না। অথচ এই জাতীয় ভাইরাল স্ট্রেনের খোঁজ পেলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে বি লিম্ফোসাইট কোষ বা বি-কোষ। নিজেদের অজস্র ক্লোন তৈরি করে রক্তরসে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে শুরু করে। অ্যান্টিবডি বেসড ইমিউন রেসপন্স বা অ্যাডাপটিভ ইমিউন রেসপন্স (Adaptive Immune Response) তৈরি হয় শরীরে। মোডার্নার টিকাও ঠিক একইভাবে কাজ করবে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

ভাইরাল ভেক্টর নিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করেছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি-অ্যাস্ট্রজেনেকা। ভারতে সেই ফর্মুলাতেই কোভিশিল্ড টিকা তৈরি করেছে পুনের সেরাম ইনস্টিটিউট। ভেক্টর মানে হল আলাদা কোনও ভাইরাসকে আঁধার হিসেবে ব্যবহার করে ভ্যাকসিন তৈরি করা। অক্সফোর্ড শিম্পাঞ্জীর শরীর থেকে সর্দি-কাশির ভাইরাস অ্যাডেনভাইরাসের স্ট্রেন নিয়ে তাকেই ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করেছে। এর ভেতরে করোনার স্ট্রেন পুরে চ্যাডক্স টিকা তৈরি হয়েছে। যেহেতু অন্য ভাইরাসের আড়াল আছে তাই করোনার স্ট্রেন সরাসরি কোষে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারবে না। অথচ ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিবডি তৈরি করতে বাধ্য করবে। কাজেই আমাদের দেশে যে কোভিশিল্ড টিকার ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, তা শরীরে যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে পারবে বলেই আশা রাখছি।

সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির, নিম্নবিত্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শিবির কেন্দ্রের উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষেরা এসে রক্তদান করেন। প্রতি বছর এই ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কর্মসূচী পালন করা হয়। এই কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রক্তদান কর্মসূচী। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালানো হয়, যাতে অধিকাংশ স্থানীয় মানুষ এই রক্তদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এই বছর এই রক্তদান কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি অনুষ্ঠান। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা এবং গরীবদের কম্বল বিতরণ। বেকার যুবক-যুবতীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সুভাষ অ্যাথেলেটিক ক্লাবের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আগামী দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে জানান ক্লাবের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলকাতা পুরসভার ২নং বরো চেয়ারম্যান সাধন সাহা এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। স্থানীয় ক্লাব সংগঠনগুলোকে এই জাতীয় সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সংগঠিত হওয়ার জন্য আবেদন জানান তিনি। এছাড়া রক্তদানের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তিনি।

বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

হাজারবস্তিতে ত্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি - বাগবাজারে ভস্মীভূত হাজার বস্তির মানুষের পাশে এসে দাড়াল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ২৫ জানুয়ারি প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা সেখানকার মানুষের হাতে তুলে দেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

যৌথ উদ্যোগে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-কালীদাস সিংহ লেন দুর্গোৎসব কমিটি এবং নেতাজি সংঘের যৌথ উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ১৮তম রক্তদান শিবির। এই দুটি সংগঠন এলাকায় প্রতি বছর যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে। শিবিরে ওইদিন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুরসভার প্রশাসকগণ এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে সংকটাপন্ন রোগিদের স্বার্থে। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক শুভ্রজিৎ দে সহ অন্যান্যরা।

সচেতনতা শিবির

নর্থ ক্যালকাটা চলাচল ক্লাব আয়োজিত সচেতনতা শিবিরে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন ক্লাব সদস্যা মানসী দাস নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতার নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের নর্থ ক্যালকাটা চলাচল ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবির। শিবিরে ১০ জন থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করান। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তাঁকে মঞ্চে বরণ করে নেন সংগঠনের সদস্যা মানসী দাস। এরপর থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্য্য এবং সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাগবাজার হাজার বস্তির মানুষের পাশে এসে সহমর্মিতা জানাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক। নিজস্ব চিত্র

ফের লকডাউন ব্রিটেনে

লন্ডন-গণ টিকাকরণ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে নতুন স্ট্রেনের দাপটে ব্রিটেনে করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ৪ জানুয়ারি থেকে ফের লকডাউন ঘোষণা করল ব্রিটিশ সরকার। চলবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত। এইসময় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। প্রজাতন্ত্র দিবসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ভারত সফর বাতিল করা হয়েছে। নববর্ষের সূচনায় দেশে একদিকে ৮০ হাজারেরও বেশি নতুন সংক্রমণ ধরা পড়ে।

মন্দির ভাঙ্গার দায়ে

লাহোর-খাইবার পাখতুন খোয়া প্রদেশে ভেঙ্গে, পুড়িয়ে দেওয়া একটি পুরনো মন্দির নতুন করে গড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। গত ৩০ ডিসেম্বর করক জেলার তেবারি গ্রামে ১৯২০ সালেরও আগে তৈরি ওই মন্দিরে ঢুকে কিছু ধর্মোন্মাদ হামলা চালায়। ভাঙ্গচুর এবং লুট হয় বেশ কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র। পরে মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের হিন্দুরা এবং ভারত সরকার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ওই মন্দির পুনর্নির্মান করে দেওয়ার আদেশ দেয়।

জয়ী মার্সেলো

পর্তুগাল-পুনরায় ভোটে জিতলেন পর্তুগালের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা মার্সেলো রেবেলো ডি সুজা। ফের পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট পদে বসলেন তিনি। মার্সেলো পেয়েছেন ৬১৬ শতাংশ ভোট।

দল থেকে বহিষ্কার

কাঠমাণ্ডু -দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে নেপালের কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলিকে দল থেকে বহিষ্কার করল নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (এন সি পি)। দলে ওলি বিরোধী শিবিরের মুখপাত্র নারায়ণকাজি শ্রেষ্ঠা বলেন, এন সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ওলিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কয়েকমাস ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কুমার দলে ওরফে প্রচণ্ডের সঙ্গে ওলির সংঘাত চলছিল। প্রতিবছর ২০ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন ওলি।

লকভির জেল

লাহোর-লস্করের সর্বোচ্চ কমান্ডার এবং ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী জাকিউর রহমান লকভিকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রের দাবি। লকভির সাজা ঘোষণায় আদৌ খুশি নয় ভারত।

ব্রাজিল স্ট্রেন

ওয়াশিংটন-করোনা আক্রান্তের নিরিখে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষে থাকা আমেরিকাতে এবার আক্রমণ হানল ব্রাজিল স্ট্রেন। ২৫ ডিসেম্বর এই স্ট্রেনে প্রথম আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি মিনেসোটার বাসিন্দা। সম্প্রতি তিনি ব্রাজিল থেকে ফিরেছেন। তাঁর নমুনা পরীক্ষায় 'ব্রাজিল পি ১' নামক স্ট্রেনটিকে শনাক্ত করা হয়েছে। আমেরিকার করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। বিদেশ ভ্রমণের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

প্যাট্রিশিয়ার জিনিস

লন্ডন- আগামী ২৪ মার্চ লন্ডনের সদরিতে নিলাম হতে চলেছে মাউন্টব্যাটেন কন্যা প্যাট্রিশিয়ার কিছু দুর্মূল্য অলঙ্কার। ২০১৭-তে ৯৭ বছরে মারা যান প্যাট্রিশিয়া। নিলাম সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে এক জোড়া সোনার হাতি, টুটি ফুটি নেকলেস, হিরের সেট, সোনার ব্রেসলেট এবং একটি কাঠের চেষ্ট।

বাইডেনের শপথ

ওয়াশিংটন-২০ জানুয়ারি আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন জো বাইডেন। ইলেকট্রোরাল

কলেজে তাঁর এবং কমলা হ্যারিসের পাওয়া সমস্ত ভোটকেই মান্যতা দিয়েছে আমেরিকার সেনেট এবং হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস। ৩০৬ টি ইলেকট্রোরাল ভোট পেয়েছেন বাইডেন। ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২ টি। নেভাডা ও মিশিগানের ভোট নিয়ে রিপাবলিকানরা ব্যাপক আপত্তি তোলে। কিন্তু সব আপত্তি খারিজ হয়ে যায়।

সাগরপারের টুকিটাকি

মর্ডানাকে ছাড়পত্র

ইংল্যান্ড-ফাইজার-বায়োএনটেক, পরবর্তীতে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রা-জেনেকা, এবার আমেরিকার সংস্থা মর্ডানার তৈরি করোনার টিকা প্রস্তুতকারীকে জরুরি ভিত্তিতে ছাড়পত্র দিল ব্রিটেন। সম্প্রতি ব্রিটেনে নতুন স্ট্রেনের আক্রমণের খবর আসছে চারদিক থেকে। এর মোকাবিলা করার জন্য তৈরি ব্রিটেন। কিছু নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। তারা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডোজ কেনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ব্রিটেনে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।

ক্যাপিটলে ব্যাপক তান্ডব

ক্যাপিটলে তাণ্ডব

ওয়াশিংটন-আমেরিকার ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একের পর এক উস্কানিমূলক মন্তব্যের জেরে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ক্যাপিটলে ঢুকে পরে কয়েক ঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালালো ট্রাম্প সমর্থকরা। গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন কংগ্রেস সদস্যরা। এই ঘটনায় এক পুলিশকর্মী সহ ৫ জনের প্রাণ গেছে। ৬ জানুয়ারি,বুধবার আমেরিকার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সবথেকে লজ্জার দিন, বলেছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ওয়াশিংটন ডিসি-র প্রশাসনিকভবনে এর আগেও অনেক গণ্ডগোল হয়েছে কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্ররোচনায় এ ধরনের হামলা নজীরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন বারাক ওবামা। ক্যাপিটলে যখন ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে তখনই তার ভেতরের ভবনে ভোটের ফলাফল নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্ক চলছে। বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন আমেরিকার কংগ্রেসের দুই কক্ষের সদস্যরা। এরপরেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ভাবী প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের নাম।

নিলামে বাটি ও চামচ

লন্ডন-ইংল্যান্ডের অনলাইন নিলাম সংস্থা 'ইস্ট ব্রিস্টল অকশন হাউস' নিলামে বিক্রি করল মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহৃত বাটি, দুটি যোদ্ধা এবং একটি কাঁটা চামচ। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল

পর্যন্ত আগা খান মহলে ব্রিটিশদের হাতে গৃহবন্দি থাকার সময়ে লোহার তৈরি ওই বাটি ও কাঠের তৈরি চামচগুলো ব্যবহার করতেন গান্ধী। নিলামে ওই বাটি এবং চামচগুলোর প্রাথমিক দর শুরু হয়েছে ৫৫ হাজার পাউন্ড থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দু'বছর সতীর্থদের সঙ্গে গৃহবন্দি ছিলেন গান্ধী। বন্দিদশার শেষে সুমতি মোরারজি নামে এক পরিচিতের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন তিনি। সেইসময় সুমতিকে ওই বাটি, চামচগুলো দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। পরে সুমতি ওগুলো বিক্রি করেছেন এক সংগ্রহকারীর কাছে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড

৯৮৩০১৭৩৯৫০

(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

MBBS, MD

ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ থ্যালাসেমিয়া রোগ কিভাবে হয়? চিকিৎসা কি?

সুজিত রায়, দমদম

উঃ থ্যালাসেমিয়া রোগে ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়। যে সব জীব হিমোগ্লোবিনের প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা মিউটেশন থেকে এই রোগ সৃষ্টি হয়। হিমোগ্লোবিনের মধ্যে আলফা চেন, বিটা চেন প্রভৃতি থাকে এবং এগুলির উৎপাদন ব্যাহত হওয়া অনুযায়ী আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

বিটা থ্যালাসেমিয়া সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এই রোগে বিটা চেনের উৎপাদন কমে যায়। অতিরিক্ত আলফা চেন তৈরি হবার ফলে লোহিত রক্তকণিকা পুরো তৈরি হবার আগেই পূর্বসূরী কোষগুলি অস্থিমজ্জার মধ্যে বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, যাকে হিমোলিথিস বলা হয়।

বিটা থ্যালাসেমিয়া নানারকমের হতে পারে, যেমন—

(১) **থ্যালাসেমিয়া মেজর**— সবচেয়ে সাংঘাতিক রকমের থ্যালাসেমিয়া। (২) **থ্যালাসেমিয়া মাইনর**— এটি সবচেয়ে মৃদু প্রকার থ্যালাসেমিয়া। (৩) থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া-এর প্রকোপ, থ্যালাসেমিয়া মেজর ও মাইনারের মাঝামাঝি।

এই রোগের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক চিকিৎসাই করা যায়। যেমন— রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion)। বারবার রক্ত সঞ্চালন করতে হয়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা দশ থেকে বারো শতাংশের মধ্যে রাখতে হয়, যাতে শিশুর সক্রিয়তা বজায় থাকে এবং সঠিক বৃদ্ধি হয়।

বারবার রক্ত সঞ্চালন করলে শরীরে আয়রন অতিরিক্ত পরিমাণে কমে যায়। এছাড়াও, দীর্ঘস্থায়ী রক্তাল্পতার ফলে শরীরে আয়রণ বেশী পরিমাণে শোষিত হয়। এই অতিরিক্ত আয়রন শরীরের নানা জায়গায় জমা হয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে— এই অবস্থাকে হিমো ক্রোমাটোসিস বলে। লিভার, হার্ট, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতিতে আয়রন জমা হয়।

এই অতিরিক্ত আয়রন শরীর থেকে বার করার জন্য ঢিলেমন থেরাপি করতে হয়। ডেসফেরি অক্সালিন নামক পদার্থ চামড়ার নীচে ইনফিউশন করে দেওয়া হয়।

ফোলিক অ্যাসিড খেতে দেওয়া যেতে পারে। আর একটি উপায় হল স্প্লেনেক্টমি বাদ দিয়ে দেওয়া। স্ক্রীন বা প্লীহা অনেক বড় হয়ে গেলে, হাইপারস্প্লেনিজম (Hypers plenism) থাকলে, রক্ত সঞ্চালন বেশী প্রয়োজন হলে এই অপারেশন করার দরকার হয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগ সারবার একমাত্র উপায় হল অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplantation)। এই পদ্ধতিতে কোন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে অস্থিমজ্জা সংগ্রহ করে তা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করানো হয়। অস্থিমজ্জায় অবস্থিত লোহিত কণিকার পূর্বসূরী বা স্টেম সেল (stem cell) , রোগীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে এবং সেখানে গৃহীত হলে পরে তা থেকে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়। এরজন্য যার শরীর থেকে অস্থিমজ্জা নেওয়া হবে, তার সঙ্গে যাকে অস্থিমজ্জা দেওয়া হবে তার HLA মিলে যেতে হবে। এই পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো কাজ করে কম বয়সের শিশুদের, যাদের কোন রক্ত দেওয়া হয়নি বা খুব কমবার রক্ত দেওয়া হয়েছে। বার বার রক্তসঞ্চালন করলে এই পদ্ধতির সফল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

জিন থেরাপি হল একটি চিকিৎসা, যাতে অস্থিমজ্জার স্টেম সেলের ক্রোমোজোমের মধ্যে সুস্থ জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ওইসব স্টেম সেল স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। এটি যদি কার্যকরী হয় তবে রোগীর সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ক্রোমোজোমের মধ্যে জিন ঢোকানো সহজ কাজ নয়। তারজন্য বিভিন্ন বাহক বা ভেক্টরের প্রয়োজন হয়, যেমন ভাইরাস।

সুতরাং, এই রোগের চিকিৎসার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। এই রোগ যাতে না হয়, তা দেখা দরকার। একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক (carrier) যদি বাহককেই বিবাহ করে, তবে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি সুস্থ বা থ্যালাসেমিয়া অনাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করে তবে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের প্রধান কাজ হল বাহক চিহ্নিত করা (carrier detection) এবং একজন বাহকের সঙ্গে আর একজন বাহকের বিবাহ হতে না দেওয়া। এজন্য বিবাহের আগে পাত্র-পাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার।

প্রঃ কিডনির অসুখের জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হয়, জানালে ভালো হয়।

উঃ কিডনির অসুখের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়। যেমন—

(১) রক্তপরীক্ষা (Blood) ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রার হেরফের হতে পারে। আবার, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক, অ্যাসিড, প্লেটলেট এগুলির মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।

এছাড়াও, Complement, ANA (Antinuclear Antibody), Cryo globulins, প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।

(২) ইউরিন-Urine পরীক্ষা থেকেও অনেককিছু জানা যেতে পারে। ইউরিনে বেশি মাত্রায় প্রোটিন, কাস্ট প্রভৃতি থাকতে পারে।

(৩) Radiologic Evaluation— আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে কিডনি সাইজ ও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। Vascular Imagineও করার দরকার হতে পারে।

(৪) কিডনি বায়োপ্সি— কিডনির অসুখের কারণ সম্বন্ধে সঠিক জানার জন্য এবং অসুখ কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানার জন্য এই পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

(৫) GFR (Glomerular Filtration Rate) নির্ণয় করা, প্রভৃতি।

প্রঃ মৃগী (Epilepsy) থাকলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার?

রবি দত্ত রায়, বালি

উঃ মৃগী থাকলে বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন, উত্তেজনা, রাতজাগা, চড়া আলোর দিকে চেয়ে থাকা, টিভি দেখা প্রভৃতি

সম্পাদকীয়

টিকার উদ্বিগ্নতা

বছর ভর দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতার পরিসমাপ্তিকালে যা হতে পারত আনন্দজনক ও মঙ্গলময় কিন্তু দেশবাসীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। কারণ শুভ মুহূর্তটিতে লেগেছে ব্যাহ স্পর্শ। ফলে চিন্তামুক্ত হওয়ার বদলে ফল হয়েছে বিপরীত। জরুরি ভিত্তিতে 'কোভিড ১৯'-এর দুটি টিকা ছাড়পত্র পেয়েছে কেন্দ্রিয় সরকারের। দুটি টিকা নিয়েই ইতিমধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'কোভ্যাক্সিন' টিকাটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট আশাবাদী কিন্তু এই টিকার কার্যকারিতার বিষয়ে অদ্যাবধি কোনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলে নি। তৃতীয় দফার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয় নি। বিশ্বপর্যায়ে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত কোন জার্নালে এই টিকার পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে কোন আলোচনাও প্রকাশিত হয় নি। টিকাটির কার্যকারিতার শতাংশের হিসেবও অজানা। এই টিকার নির্মাতা সংস্থার প্রধান সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, তাতে স্বীয় গরিমার প্রকাশ ছিল বেশ ঝাঁঝালো। কিন্তু তাতে বিজ্ঞান মনস্কতার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। দেশবাসী ভরসার জায়গাটা এখানেই ধাক্কা খেয়েছে। অন্যদিকে 'কোভিশিল্ড' টিকাটি নিয়েও পদ্ধতিগত সমস্যার কথা শোনা গেছে বিশেষজ্ঞদের মুখে। এই টিকা দুটি প্রয়োগের পর 'কোভিড ১৯'-র বিপদ কমবে না বাড়বে, তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই। পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। রোগের বিপদের থেকে যদি প্রতিষেধকের বিপদ বেশি হয় তবে দেশবাসীর দুর্দশার অন্ত থাকবে না। এই অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরির করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

কোভিডের টিকা নিয়ে মানুষের বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর দিকেই কেন্দ্রীভূত। কারণ তিনিই সঠিক পথ নির্দেশিকা দেবেন দেশবাসীকে। টিকার কার্যকারিতা নিয়ে একটি স্বচ্ছ বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ ছিল। তাহলে টিকাকরণের সার্থকতা তার মূল লক্ষ্যে অবলীলাক্রমে পৌঁছতে সক্ষম হত। বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রধানমন্ত্রীর। টিকাকরণ শুরুর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই খোদ মাঠে নেমে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টিকাকরণের দ্বিতীয় পর্বে প্রতিষেধক নেওয়ার ইচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। টিকাকরণের লক্ষ্য মাত্রা ছোঁয়া সম্ভব হয়নি, তাই দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে এবার প্রধানমন্ত্রী টিকা নেবেন। সঠিক সময়ে হাল ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে এই টিকা নিয়ে এবংবিধ সংশয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে, দেশের মধ্যে বিবিধ কাজকর্মের মধ্যে বেশ কিছু অংশে স্বচ্ছতার অভাবটি বেশ স্পষ্ট। দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এব্যাপারে ভুক্তভোগী। ফলে 'কোভিড-১৯'-এর প্রতিষেধকের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষরা ঘোরতর সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন। এই টিকাদ্বয় যে আন্তর্জাতিক মানের তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। কারণ যেখানে মানুষের জীবনমরণের বিষয়টি জড়িত, সেখানে গ্যারান্টিটাও ১০০ ভাগ বুঝে নিতে চান দেশবাসী।

সাংখ্য-দর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ দেশীয় প্রাচীন দর্পণ সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যাক্ জ্ঞান জন্মিবে না, কেননা, হিন্দুসমাজের পূর্ব্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি মাত্র।

স্বামী অভেদানন্দ — প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধিই ধর্ম। এছাড়া ধর্মের আর কোনও অর্থ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয়, তার প্রতি যে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে।

সমর সেন — তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে।
দিগন্ত দুরন্ত মেঘের মত!
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী।

হেনরি ফোর্ড — যদি মনে কর তুমি পারবে, কিংবা মনে করো তুমি পারবে না, দুই ক্ষেত্রেই সঠিক।

জোসেফ কনরাড — আর্থিক স্বচ্ছলতা বন্ধু আনে, কিন্তু ভালোবাসা আনে না।

ভলতেয়ার — যখন প্রশ্নটা টাকা পয়সার তখন সকলেরই এক ধর্ম।

মাসতামামি

১ ফেব্রুয়ারি — নাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র জন্ম ১৯০৭।
প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬০।

২ ফেব্রুয়ারি — স্ট্যালিনগ্রাদে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিজয়োৎসব ১৯৪৩।
এশিয়াটিক সোসাইটির অংশ বিশেষে স্থাপিত হল কলকাতা মিউজিয়াম ১৮১৪।

৩ ফেব্রুয়ারি — শিল্পী নন্দলাল বোসের জন্ম ১৮৮৩।
সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট ও আন্দোলন শুরু ১৯২৮।
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল ১৯১৬।
বম্বে থেকে কুরলা পর্যন্ত দেশে প্রথম বৈদ্যুতিন ট্রেন চালু হল ১৯২৫।

৪ ফেব্রুয়ারি — হো-চি মিন-এর ভারত সফর ১৯৫৮।
পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম ১৯২২।

৫ ফেব্রুয়ারি — চার্লি চ্যাপলিনের পরিচালনায় 'মর্ডান টাইমস' চলচ্চিত্রের মুক্তি ১৯৩৭।
বিশ্বে প্রথম সিন্থেটিক প্লাস্টিক আবিষ্কার করলেন বেলজিয়ামের রসায়নবিদ ১৯০৯।

৬ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্ট্যানলিকে গুলি করে হত্যা করলেন বিপ্লবী বিনয় দাস ১৯৩২।

৭ ফেব্রুয়ারি — চার্লস ডিকেন্সের জন্ম ১৮১২।
স্বাধীন হল গ্রেনেদা ১৯৭৪।

৮ ফেব্রুয়ারি — বিশ্বে প্রথম টিভিতে রঙীন সপ্রচার শুরু হল মেক্সিকোতে ১৯৬৩।
শ্রমিক ও কৃষকদের দল তৈরি হল ভারতে ১৯২৭।

৯ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপিত হল ১৭৫৭।
কলকাতায় জনগণনার কাজ শুরু হল ১৯৫১।

১০ ফেব্রুয়ারি — হাওড়া ব্রিজের উদ্বোধন হল ১৯৪৩।
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২।

১১ ফেব্রুয়ারি — বৈদ্যুতিন বাল্ব, সবাক চলচ্চিত্রের ক্যামেরা, গ্রামোফোনের আবিষ্কারক থমাস আলভা এডিসের জন্ম ১৮৪৭।
মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদনায় পুনে থেকে 'হরিজন' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ১৯৩৩।

১২ ফেব্রুয়ারি — দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিল কংগ্রেস ১৯২২।
চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯।

১৩ ফেব্রুয়ারি — কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯।
হো চি মিন-এর কলকাতা সফর ১৯৫৮।
বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া স্থাপিত হল ১৮৯০।

১৪ ফেব্রুয়ারি — ভারতে প্রথম হোমিওপ্যাথি কলেজ তৈরি হল কলকাতায় ১৮৮১।
ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ ২০০৩।

১৫ ফেব্রুয়ারি — বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির জন্ম ১৫৬৪।

১৬ ফেব্রুয়ারি — কিউবার প্রধানমন্ত্রী হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৫৯।
আমেরিকায় নাইলন এর প্রথম পেটেন্ট প্রাপ্তি ১৯৩৭।

১৭ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭।
শান্তিনিকেতন সফর করলেন গান্ধীজি ১৯১৫।
ডেভিড হেয়ারের জন্ম ১৭৭৫।

১৮ ফেব্রুয়ারি — কবি জীবনানন্দ দাসের জন্ম ১৮৯৯।
সংগীতজ্ঞ জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের প্রয়াণ ১৯৯৭।
শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬।
গদাধর চ্যাটার্জির (শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) জন্ম ১৮৩৬।

১৯ ফেব্রুয়ারি — নিকোলাস কোপার্নিকাস-এর জন্ম ১৪৭৩।
অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৮৯১।

২০ ফেব্রুয়ারি — সামাজিক ন্যায় দিবস।
হেমন্ত বোসকে হত্যা ১৯৭১।

২১ ফেব্রুয়ারি — আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
ভারতের খসড়া সংবিধান অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হল ১৯৪৮।

২২ ফেব্রুয়ারি — যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জন্ম ১৮৮৫।

২৩ ফেব্রুয়ারি — রাশিয়াতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু ১৯১৭।
যাদুকর পি সি সরকারের জন্ম ১৯১৩।
ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দল গড়লেন মুসোলিনী ১৯১৯।
কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪০।

২৪ ফেব্রুয়ারি — বাংলা বিহারকে এক করে দেওয়ার বিরুদ্ধে হরতাল শুরু ১৯৫৪।
জার্মানিতে নাৎসি দল সংগঠিত হল ১৯২০।
কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু ১৮৭৩।

২৫ ফেব্রুয়ারি — ভারতে ভূমি থেকে ভূমি মিসাইল পৃথ্বী-র সফল পরীক্ষা ১৯৮৮।
মিশরের প্রধানমন্ত্রী হলেন গামাল আবদুল নাসের ১৯৫৪।

২৬ ফেব্রুয়ারি — বহরমপুরে সিপাই বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭।
লেখিকা লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮।

২৭ ফেব্রুয়ারি — জার্মানের সংসদ রাইখস্ট্যাগে আগুন দিল নাৎসিরা ১৯৩৩।
গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগালো বিচ্ছিন্নবাদীরা ২০০২।

২৮ ফেব্রুয়ারি — নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮৪৪।
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পামকে হত্যা ১৯৮৪।

শতবর্ষে সাবলীল বিসিজি, নবজাতক কোভিড টিকা

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

করোনার টিকা নিয়ে সারা বিশ্বে এখন শোরগোল পরে গেছে। সকলের আশা, এই সংক্রামক রোগ থেকে এবার মুক্তি পাওয়া যাবে। তারই মধ্যে শতবর্ষে পদার্পণ করল বি সি জি টিকা। একশো বছর আগেকার কথা প্যারিসের চেরাইট হাসপাতালে ১৯২১ সালে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেই মারা গেলেন মা। বাবাও মারা গেছেন আগে। জন্ম অনাথ হল শিশুটি। মা মারা গেছেন যক্ষায়। শিশুকেও এই রোগটা আক্রমণ করতে পারে। এখন কি উপায়! সেই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ডাক্তার বেনজামিন হেল আর রেমন্ড টারপিন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা একটি দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন শিশুটিকে টিকা দিতে হবে। কিন্তু কোন টিকা? দু'বছর আগে ক্যালমেট আর গুয়েরিন একরকম টিকা প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা করে বলেছিলেন, মানুষকেও এই টিকা নিশ্চিন্তে দেওয়া যাবে। এবার ওই শিশুটির ওপর সেই টিকা প্রয়োগ করা হল। তবে ইঞ্জেকশন নয়, গোলানো ওষুধের মতো করে খাইয়ে দেওয়া হল। বেশ কয়েকদিন পরে ওই দু'জন ডাক্তার জানিয়ে দিলেন, এই টিকা মানুষকে দেওয়া যাবে। তিন বছরের মধ্যে ইউরোপে বেশ কয়েক'শ সদ্যোজাত শিশুকে সেই টিকা দেওয়া হল। প্রতি বছর শিশুদের টিকা দেওয়ার সংখ্যা বাড়তে লাগল। মানুষ যেন যক্ষাকে পরাস্ত করতে একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেল। এত ঘটনা ঘটতেই না, যদি না ১৯০০ সালে লিলির পাস্তুর ইনস্টিটিউটে একটা দুর্ঘটনা ঘটত। যক্ষার ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত লোকের প্রাণ নিয়েছে আর কোন ব্যাকটেরিয়াই তাঁর ধারে কাছে এখনও পৌঁছতে পারে নি। ১৮৮২ সালে রবার্ট কখ মাইকোব্যাকটেরিয়াম (যক্ষার জীবাণু) টিউবারকিউ লোসিসকে চিহ্নিত করে পৃথক করতে সক্ষম হন। আর এই জীবাণুকেই পরাস্ত

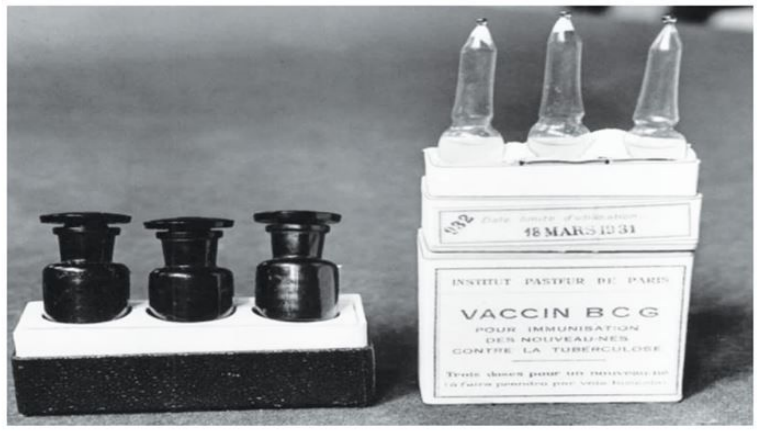

করতে ক্যালমেট আর গুয়েরিন পাস্তুর ইনস্টিটিউটে গবেষণা করেছিলেন। ষাঁড়ের যকৃৎ রস, গ্লিসারিন আর আলুর রস দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁরা অদ্ভুত সব বিষয় লক্ষ্য করেন। জারের মধ্যে রাখা ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে নানাবিধ আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটছে। হঠাৎ করে মারা যাচ্ছে কিছু ব্যাকটিরিয়া, আর বেঁচে থাকাগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে এই জিনিসটা দেখার আশা করেছিলেন দু'জন গবেষক। যখন গবেষণা প্রায় শেষের মুখে এবং সাফল্য প্রায় হাতের নাগালে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। গবেষণা প্রায় বন্ধের মুখে। এখানেও মানবতার কাছে হেরে গেল যুদ্ধ। জার্মানরা লিলি দখল করে নিলেন। বুকের সাহসের ওপর ভর করে ওই দুই চিকিৎসক জার্মানে পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করলেন। জার্মান চিকিৎসকরা ক্যালমেট এবং গুয়েরিনকে লুকিয়ে লুকিয়ে আলু, ষাঁড়ের যকৃৎ রস সরবরাহ করতে লাগলেন। একদিকে যুদ্ধ চলছে অন্যদিকে গবেষণা। ১৯১৯ সালে প্রায় দু'শোরও বেশি মাইকো ব্যাক টেরিয়ামের ওপরে গবেষণা চালিয়ে ক্যালমেট-গুয়েরিন একটা অদ্ভুত সাফল্যের মুখ দেখতে পেলেন দুই চিকিৎসক। তারা এই ব্যাকটিরিয়ার নাম দিলেন ব্যাসিলি বাইল ক্যালমেটগুয়েরিন। পরে বাইল বাদ দিয়ে হয়ে গেল বিসিজি।

১৯২১ সালে একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটল। বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে ৭৩ জন সদ্যোজাতের মৃত্যু হল। জার্মান সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করল। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিল, মাইকোব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি খুঁজে পেলেন। সেই প্রজাতিকে প্রানীদেহে প্রবেশ করালে যক্ষার কোনরকম নিদর্শন দেখা যায় না উল্টে তারা প্রাণীদেহের অভ্যন্তরে ক্ষতিকর মাইকোব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে ইমিউনিটি গড়ে তুলতে পারে। অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে আশাতীত পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে আনা বিসিজি থেকেই এই সংক্রমণ ঘটেছে। উপসর্গহীন ব্যাকটিরিয়ার বদলে শিশুদের দেহে দেওয়া হয়েছে ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার প্রজাতি। অনেক দেশ এই বিসিজিকে বাতিল করে দিল কিন্তু এশিয়ায় এর জনপ্রিয়তা ছিল। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার নিজেদের উদ্যোগে এই টিকা তৈরি শুরু করে। তৈরি হয় মাদ্রাজে কিং ইনস্টিটিউট।

এই করোনার সময় বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি তথ্য। তাঁরা বলছেন, যে দেশে শিশুদের বিসিজি ভ্যাকসিন নেওয়া রয়েছে, সেই দেশে করোনার দাপটটা কম। যদিও এটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে, সেটা একেবারেই পারিপার্শ্বিক প্রমাণ। আমেরিকা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানিতে এই রোগের দাপট অনেক বেশি দেখা গেছে। এর কারণ না কি এখানে কোনও বিসিজি-র টিকা দেওয়া হয় না। বলে রাখা ভাল ভারত, চিন, জাপান ও ফিনল্যান্ডে করোনার প্রকোপ তুলনামূলকভাবে অন্য দেশগুলোর তুলনায় কম। কারণ এইসব দেশে সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিশুদের বিসিজি টিকাকরণের বিষয়টি। এবছরটা বিসিজি টিকার শতবর্ষ। আর ঠিক একশ বছর পরে আবার একটা টিকার খবর শিরোনামে উঠে এসেছে। বিসিজি হয়ত পর্দার পেছনে থেকে লড়াই করে চলেছে করোনার বিরুদ্ধে। এ লড়াই চলবে নিরন্তর, জিতবে মানুষ।

পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা প্রচুর, যোগানে মালিকপক্ষের ঢিলেমি

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতের পাটশিল্প সবচেয়ে পুরানো। এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কলকাতার কাছাকাছি ভাগীরথী নদীর দুইপ্রান্তের বিস্তৃত অঞ্চল। প্রথম পাটশিল্প চালু হয় ১৮৫৫ সালে। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর থেকে এই শিল্প দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। পরে ১৯১৩ সাল নাগাদ ৬৪টি বড় বড় পাটশিল্প কারখানা তৈরি হয়। এখন মানুষের চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতাও বাড়ছে। তাই খাদ্যদ্রব্য মজুত করার বিষয়ে পাটের ব্যবহার শুধু বাড়ছেই নয়, গত কয়েক সপ্তাহ আগে ভারত সরকার চাল, গম মজুতের ব্যাপারে পাটের থলেকে আবশ্যকীয় করেছে। যদিও ১৯৮৭ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় খাদ্যদ্রব্যের মজুত পাটজাত থলে দিয়েই করা হবে এই মর্মে আইন পাস হয়। বর্তমান সরকারও তাই চাইছে।

কিন্তু সমস্যা হল পাটশিল্পই চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে সমর্থ নয়। এই করোনার পরিস্থিতিতে যেখানে বিভিন্ন শিল্প চাহিদার অভাবের কারণে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে পাটশিল্পের অবস্থা বিপরীত। তার চাহিদার শেষ নেই। অথচ যোগানই দিতে পারছে না।

পাটশিল্পের অবস্থা

ভারতবর্ষ হল পাটশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। পৃথিবীর ৮০ শতাংশ পাটজাত দ্রব্যই ভারতে তৈরি। তারমধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়। কিন্তু পাটশিল্প একেবারেই আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। এর কারণ কী? প্রথমতঃ এই পাটশিল্পের মালিকরা ঠিক শিল্পপতিদের মত তৎপর এবং আধুনিক মানবিকতার নয়। অতীতে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয়ানরাই পাটশিল্পের মালিক ছিল পরে তারা রাজনৈতিক কারণে এই শিল্পগুলি একে একে বিক্রি করে। কিন্তু কারা পরে কিনল? কিনল যারা, তারা বেশিরভাগই অবাঙালী। তাদের অনেকেই এই বিদেশি চটকলগুলোতে কাঁচা পাটের যোগানের কারবার করত। তারা ছিল, কাঁচাপাটের দালাল। পরে এদের অনেকেই কমদামে চটকলগুলো কিনে নেয়। তারা যেহেতু পাটের দালালি করত, শিল্পের কিছু ধারণা তাদের ছিল না। সেকারণেই চটকল থেকে তারা কেবল অর্থরোজগারেরই চেষ্টা করেছে। চটকলের আধুনিকীকরণ বা ম্যানেজমেন্টের কাজ কিছুই বুঝত না এবং শেখেও নি। আজ তাই চটকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা (কয়েকটি চটকল বাদ দিলে) একেবারেই কম। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান মালিকদের বেশিরভাগই প্রকৃত মালিক নন। তারা লিজের বা সাবলিজের ভিত্তিতে চটকলগুলো চালাচ্ছেন। ফলে আধুনিকীকরণ করা তাদের উদ্দেশ্য নয় বা তাদের ক্ষমতারও বাইরে বলে অনেকে মনে করেন। তৃতীয়তঃ চটকলের শ্রমিকের অধিকাংশ শ্রমিকই নথিভুক্ত শ্রমিক নন। তাই বেশিরভাগ শ্রমিক অতি অল্প দৈনিক বেতনে কাজ করেন। অনেকেরই বেতন ১২৫ টাকা বা ১৫০

টাকার মতো। অনেক আবার বদলি শ্রমিক আছেন। যারা একজনের বদলে কাজ করে এবং শেষ পর্যন্ত আরও কম বেতন পান। তাই কাজের উন্নতি চটকলে আশা করা যায় না এই অনথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ। তাদের সামাজিক সুরক্ষা নেই। নেই সবেতন ছুটি। বহু মালিক, শ্রমিকের অনেক প্রকৃত পাওনা না দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পাটচাষে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে

পাটচাষে লাভ কমে যাওয়ায় বা অনিশ্চয়তা বেড়ে যাওয়ায় পাটচাষের জমি কমে যাচ্ছে। জুট সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি এ কে পালিত জানিয়েছেন, ২০১০-১১-তে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ হয়েছিল ৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে। ২০২০-তে সেটা নেমে এসেছে ৫.৭৮ লক্ষ হেক্টরে। পালিতের মতে জমিতে বাদাম, তৈলবীজ, ভুট্টা ইত্যাদি চাষ বেশি লাভজনক হচ্ছে। এর আগে হুগলি, হাওড়া জেলার পাটচাষে সুনাম ছিল। এখন ওই জেলার চাষীরা বোরো ধান চাষ করে পাটের চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে।

পাটের দাম গত তিন বছর খুব ভালো ছিল না। কিন্তু এবছর দাম বেশি। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ কম। আমফানের ফলে গড়ে বিঘা পিছু ৩ কুইন্টালের নিচে উৎপাদন হচ্ছে। সাধারণত এক বিঘাতে ৩.৫ কুইন্টাল পাট হয়। এক বিঘা পাটচাষ করতে প্রায় ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়। গত তিন বছরে পাটচাষের দাম সম্পর্কে পালিত বাবু বলেছেন, ২০১৯-২০-তে টিডি৫ মানের পাটের দাম প্রতি কুইন্টাল ছিল ৪৬৪২ টাকা। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৭-১৮-তে যথাক্রমে ৪৩৬৫ টাকা এবং ৩৬৯৪ টাকা ছিল। পাটের অবশ্য নূন্যতম সহায়কমূল্য আছে। কিন্তু জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া মোটামুটি পাঁচ শতাংশের বেশি পাট কেনে না। এবছর টিডি৫ মানের পাটের সহায়ক নূন্যতম সহায়কমূল্য ৪২২৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল। তাই চাষী বা চাষীরা খোলাবাজারেই বেশি দামে পাট বিক্রি করছে।

উপসংহার

দেখা যাচ্ছে চটকলের কম উৎপাদন ক্ষমতা, পাটচাষের পরিমাণ কমে যাওয়া, শিল্পশ্রমিকের দৈন্যদশা ইত্যাদিকারণে পাটশিল্প উন্নতি করতে পারছে না। কেন্দ্রিয় সরকার ও রাজ্য সরকার খাদ্যমজুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে চটের ব্যাগ কেনে। তার একমাত্র যোগানদার দেশের পাটকলগুলো। তবুও বিপুল বিক্রির সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারছে না। যে শিল্পের চাহিদা অতিবেশি এবং লাভজনক দামও নিশ্চিত—তার ভাগ্য নিজেদের জন্যই খারাপ হয়ে আছে। জুট মালিক সংস্থার বিশ্বাস বিভিন্ন দিক থেকে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কয়েকবছরের মধ্যেই চটকলের অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু তবুও সবই অনিশ্চিত। সামগ্রিকভাবে একটি বড় পরিকল্পনা নিতে হবে যেখানে কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকার এবং চটকলমালিক, শ্রমিক সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞও একসাথে হবেন।

চেনা পথ, অনুসরণে নিস্পৃহতা

পারিজাত বোস

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮ তম জন্মদিন পালিত হল গোটা দেশ জুড়ে। ১২ জানুয়ারি পাড়ার ক্লাবে 'যুগনায়ক' নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। বিবেকানন্দের বেশে অভিনেতার ডায়লগ শোনা যাচ্ছিল। 'নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুঠির ভেদ করে। জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে....'। নাটক শোনার জন্য অনেকেই জড় হয়েছিলেন। ভাবুন, একজন অভিনেতা যদি এতগুলো মানুষকে টেনে আনতে পারেন নাটকের মঞ্চের সামনে, তবে আসল মানুষটা যে কতকিছু করতে পারতেন!

বিবেকানন্দ কী পেরেছিলেন, তা ইতিহাসে লেখা আছে। ভারতবর্ষ কত মনীষীর জন্ম দিয়েছে অথচ একজন সন্ন্যাসীর নামে সারা দেশে যুবদিবস পালিত হচ্ছে। এটাও ভাবতে হবে। যদি একটা হিসেব নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে দেশময় কত ওষুধের দোকান আর ক্লাবের নাম রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নামে ছেয়ে রয়েছে। শিকাগোতে ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি আর এই দুইয়ের ভয়ঙ্কর সৃষ্টি, মতান্ধতা, এই সুন্দর পৃথিবীকে আগেই দখল করেছে। হিংসায় পৃথ্বী পূর্ণ করেছে। মানব-শোনিতে ভিজিয়েছে বসুধা। ধ্বংস করেছে সভ্যতা, গোটা নেশন-কে করে দিয়েছে হতাশ্বাস।" নিজের কাজে-কর্মে যারা প্রবৃত্ত থাকেন, তারাই, তাদের পছন্দ না হলে অপরকে ভেঙে ফেলার জন্য কামান দাগতে থাকেন। তারুণ্যের শুধু প্রেম থাকলেই চলবে না পাশাপাশি প্রশ্ন তোলারও ক্ষমতা থাকতে হবে। এই প্রেম ও প্রশ্ন তোলার যুগপৎ মিলনই তরুণদের কাছে বিবেকানন্দকে আইকন করে তুলেছে।

উনিশশতকে বাংলায় বহু মনীষীদের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, তেজস্বিতার প্রকাশ দেখা গেছে। অথচ এক সন্ন্যাসীকে যুবনায়কের মর্যাদা দেওয়া হল। সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়। গৈরিক বসন কিন্তু তারুণ্যের

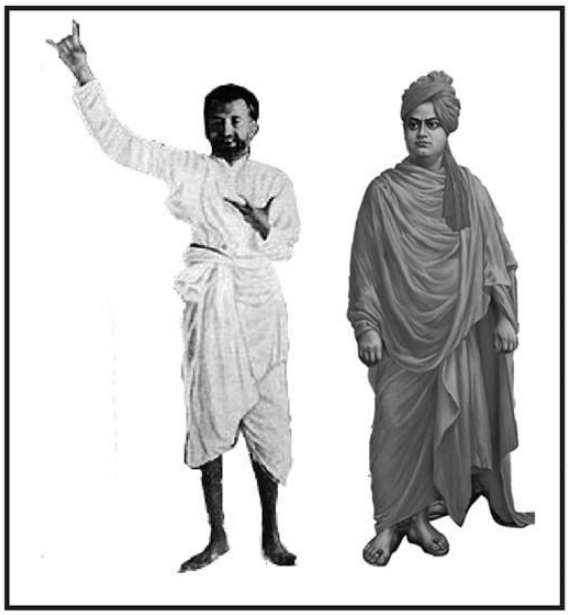

বার্তা আনে না। জগতের চারপাশে ঘটে চলা রঙীন বিষয়গুলো নিয়েই তরুণ সমাজ আন্দোলিত হয়। তারা কেন একজন সন্ন্যাসীর পথগামী হবে? অথচ তরুণ সমাজ কিন্তু সেই সন্ন্যাসীরই ভাবাবেগে আপ্লুত হল। কারণ তাঁর ভেতরের প্রেম ভালো বাসার গভীরতা আর তেজময় ব্যক্তিত্বের প্রকাশই তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। সে যেমন নিজে জ্বলে ওঠে তেমনই জ্বালিয়ে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে। শ্রদ্ধা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানযুক্ত মানুষ অপরকে মূল্য দিতে জানে। নিজের জ্ঞান প্রমাণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না তাঁকে। কিন্তু শ্রদ্ধা সম্পর্কে যাদের সম্যক্ জ্ঞান নেই তাঁরা নিজেকেই সেরা বলে ভাবেন, অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন ও অন্যের অবমূল্যায়ন করে নিজেকে সেরা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন।

শিকাগো থেকে ফেরার পরে শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করছিলেন বিবেকানন্দ। হঠাৎ গিরিশ ঘোষ এসে বিবেকানন্দকে বললেন, 'বেদবেদান্ত তো ঢের পড়েছ। দেশে যে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব-এর উপায় নিয়ে তোমার বেদে কিছু বলেছে? নীরব বিবেকানন্দের তখন চোখে জল। তিনি ওই জায়গা থেকে চলে যাওয়ার পর গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, "স্বামীজিকে শুধু বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না, কিন্তু ওই যে জীবের জন্য দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন ওই মানবতার জন্যও মানি।" বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারই হচ্ছে মানবতার উত্তরাধিকার।

ইদানিং স্বামী বিবেকানন্দের বড় বড় কাট আউট রাস্তায় ঝুলছে। তাঁর ছবির সঙ্গে রাজনীতিবিদদের ছবিও শোভিত। মনে হয় যেন স্বামীজীর মতই তারা সম ওজনে স্থিত। শ্রদ্ধা, সম্মান, নাগরিকতা, রাষ্ট্রচারিতার আর কিছুই অবশিষ্টই রইল না। আজকাল রাজনীতিতে জার্সি বদল চলছে অহরহ। নিজের অপকীর্তি লুকোতে চিল চিৎকার করছেন। কে যে কখন কোন দলে, বোঝা মুশকিল। এই জার্সি বদলের কারণ যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নয়, নিজেকে বাঁচাতে—তা কারও অজানা নয়।

এক গৈরিক বসন পরা সন্ন্যাসী আমেরিকানদের মুখের ওপর বলেছিলেন, 'ভারতের অন্তর-ঐতিহ্য ঢের রয়েছে কিন্তু বাইরেটা দীনহীন, তাই তোমাদের কাছ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিটুকুই যা দরকার, তোমরা বরং মনে শান্তি পেতে প্রাচ্যের কাছে বাবু হয়ে বসো।' রাজনীতিকরা যা সচরাচর বলেন না। মানুষের বোধ ও বুদ্ধিকে আমরা একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। খুব কম মানুষের জীবনে এই দুটো জিনিস একসঙ্গে মিশে রয়েছে। আমরা প্রায়ই বুদ্ধির তারিফ করে থাকি। বোধের কথা ধরি না। যাদের মধ্যে দুটোই রয়েছে তাদের কথা আমরা মন দিয়ে শুনি এবং বোধ আছে বলেই আমাদের মধ্যে বোধোদয় ঘটে।

এখনকার জনসমাজ হচ্ছে দাড়িপাল্লার মত। যেদিকে পাল্লা ভারি, সেদিকেই মানুষ ছুটছে। ভিক্ষে চাইতে চাইতে এমন অবস্থা হয়েছে যে অধিকারবোধ, আইনিবোধ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। গনতন্ত্রও পলকা হচ্ছে। সাংবিধানিক অধিকার যখন পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে পরিবর্তিত হয়। তখন গণতন্ত্রের পরিকাঠামোও দুর্বল হয়ে পরে।

যুব দিবসে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলছে। স্বামীজির ছবি নিয়ে দলীয় স্লোগান আর পতাকা হাতে একটা মালা গলায় দিয়ে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখানো হচ্ছে। যুবদিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের জন্মভূমিকে গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ হতে দেব না। ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া এটা আর কি হতে পারে? আমাদের দেশের মনীষীরা কখনও অন্য প্রদেশের ভারতীয়দের ভিন্ন চোখে দেখতেন না। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অব আমেরিকা।'

কবিতা

এক কাপ কফি এবং একটু নীরবতা

অনির্বাণ কর

অফিসে আমার যতই কাজের চাপ থাক
কফি খাওয়ার প্রস্তাব এলে কিছুতেই ফেলতে পারি না
কফি ব্ল্যাক হোক বা হোয়াইট, সুগারগ ফ্রি বা
নরমাল— নো প্রবলেম।
আসলে ওই উষ্ণ একটা কাপের সঙ্গে পাই
কাজের শেষে একটু অন্যরকম নীরবতা
যতক্ষণ চুমুক চলে,
তাই ওই কফি আমার বেশ প্রিয়।

এখন মাঝে মাঝে ঘরে কটকটি আসে
আর কারণে অকারণে এত চেঁচায়, এত হ্যা-হ্যা।
হি-হি করে যে ও থাকলে কফির কাপে
চুমুক দেওয়ার শান্তিটাই উবে যায়।
ওকে অবশ্য কাঁঠালি কলা বললেও মন্দ হয় না
অফিসের যে বিভগেই যান না কেন
কপাল খুব মন্দ না হলে ওই কলাকে একঝলক দেখতে পাবেনই
খেতে ব্যস্ত—

বরুণকে আমার ভালবাসা
আমার প্রতি ওর হৃদয়ের উষ্ণতার জন্য
নিজের হাতে তৈরি করে দেওয়া মিষ্টি-বিহীন
এক কাপ ব্ল্যাক কফি আর ওই নীরবতার জন্য।

হরমোন

জয়দেব বিশ্বাস

তোমার চোখের মায়াবী ঝরনাতে
গভীর আবেশে ডুবে যাই আমি।
বাস্তব জীবনে ঘাত প্রতিঘাতে ঝড় বইছে
তবুও তোমার অবুঝ ভালোবাসা
আমার হৃদয়ে শিহরণ জাগায়
প্রতিটি দেহকোষে উন্মাদনা ছড়ায়
হরমোনগুলি হঠাৎ উত্তেজিত হয়।
প্রখর গ্রীষ্ম তৃষ্ণার্ত পথিক আমি
তোমার হাত ধরে কৃষ্ণচূড়ার তলে
তুমি আমি আছি শুধু দুজনে।
ফুলের প্রাচুর্য, গন্ধ রঙের বাহারে
দুজনের দেহমন কানায় কানায় ভরে।

প্রাণ প্রিয়

কানন পোড়ে

তোমাকে দেখেছি কখনো প্রেমিক
কখনো বন্ধু আমি যে তোমার হরিণ শিশু
তুমি যে আমার পিতা মাতা
আমি তরনী তুমি কান্ডারী

দুর্নিবার ঝড়ে তুমি যে ত্রাতা।
ভদ্র, নম্র, শান্ত ছায়ায় ধার্মিক
দেখেছি নীল আকাশে সবিতা।
দিঘীর জলে শিশির সিক্ত পদ্ম
রচেছি ফুলের রেণুমাখা কবিতা।
পলাশ, শিমুল কৃষ্ণচূড়ায়
পাখিদের মধুর সুর,
মন যে আমার রাঙায়
বাতাস ভরে দেয় হৃদয়পুর।
জীবন নদীর মাঝখানে
পণ্য বোঝাই তরী
ভেসে যায় বহু বছর
নীলাকাশে কখন উঠেছে কালমেঘ
পারে নি বুঝতে জহুরী।

স্টেডিয়াম

ঐতিহাসিক জয় গাব্বায়

ব্রিসবেনে জয়ের পর জাতীয় পতাকা হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করছেন খেলোয়াড়রা

ব্রিসবেন-দুটো ১৯-এর তফাৎ অনেক। ১৯ ডিসেম্বর আর ১৯ জানুয়ারি। অ্যাডিলেডে ১৯ ডিসেম্বরে মাত্র ৩৬ রানে শেষ হয়েছিল ভারতীয় ইনিংস। ১৯ জানুয়ারি ব্রিসবেনে তিন উইকেটে সিরিজ জিতল ভারত। একমাসের মধ্যে এভাবে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করবে সেটা কেউই হয়তো ভাবে নি। এই জয় দেশের সব মানুষকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকবে। কঠিন সময়ে যে হাল ছাড়তে নেই, সেই শিক্ষা দিয়েছে ব্রিসবেন টেস্ট। বিদেশের মাটিতে সেরা সিরিজ জয়ের তালিকায় ঢুকে পড়ল অজিঙ্ক রাহানের ভারত। এক ঝাঁক তরুণের সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের ফসল এটা। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেকে পাশে নিয়ে শাস্ত্রী বলেন, 'শুধু ভারত নয়, এই জয়ের পরে গোটা বিশ্ব তোমাদের কুর্নিশ করছে।'

করোনার জন্য বিধিনিষেধের তালিকা দীর্ঘ। কঠোর নিভৃতবাস। হোটেলে জেলবন্দির মত অবস্থা। চোটের কারণে একাধিক ক্রিকেটারকে হারাতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটারদের নিয়েই ভারতকে শেষ দুটি টেস্ট খেলতে হয়েছে। প্রথম টেস্টে শোচনীয় পরাজয়, মেলবোর্নে জয়, সিডনিতে কঠোর লড়াইয়ের মধ্যে ড্র। এই সবকিছুকে ছাপিয়ে ব্রিসবেনের লড়াইতে জয় ছিনিয়ে নেওয়া। ঋষভ পন্থকে বাদ দেওয়ার জন্য কিছুদিন আগেও সবাই আওয়াজ তুলেছিল, সেই ঋষভের লড়াইয়ের ফলেই ব্রিসবেন একটা দুরন্ত ইনিংসের সাক্ষী রইল। ২০১৮-১৯-এ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত ২-১ সিরিজ জিতেছিল। কিন্তু সেই জয়ের থেকে এই জয়ের স্বাদটাই আলাদা। গাব্বার রেকর্ডে এর আগে কোনও দল ৩২৮ রান তাড়া করে জেতেনি। একারণেই এই জয়টা ঐতিহাসিক। প্রথম দলের ৯ জন ক্রিকেটার এই দলে নেই। দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে জিতল ভারত। ব্রিসবেনে শেষ দিনে ভারতের জয়ের কারিগর ছিলেন শুভমন গিল আর ঋষভ পন্থ। ঋষভ করেছে ১৩৮ বলে ৮৯ আর শুভমন গিল করেছে ১৪৬ বলে ৯১ রান। অস্ট্রেলিয়ার সাহস হয়নি ইনিংস ডিক্লেয়ার করার। ভারতের কম অভিজ্ঞ বোলাররাই ওদের অল আউট করে দেয়। টার্গেট স্থির হয় ৩২৮ রান। এবার আসি বোলিংয়ে। মহম্মদ সিরাজের অভিষেক হয়েছে এই সিরিজে। ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুরও ব্রিসবেনেই খেলতে নামেন। ওয়াশিংটন-শার্দুল জুটির প্রথম ইনিংসের ব্যাটিংটাই ব্রিসবেন টেস্টের টার্নিং পয়েন্ট। বাবাকে হারিয়েও মহম্মদ সিরাজের পারফরম্যান্সটা ভোলার নয়। বুমরা, শামি, ইশান্ত ও উমেশ নেই দলে। জীবনের প্রথম খেলাতেই সিরাজ বোলিংয়ের হালটা শক্ত হাতে ধরেছে। তিন ওভার বাকি থাকতেই হ্যাজেলউডকে অফ ড্রাইভে বাউন্ডারিতে পাঠিয়েই গাব্বায় ইতিহাস রচনা করল ভারত।

মহম্মদ সিরাজ

লালকার্ড মেসিকে

বার্সেলোনা-খেলায় পিছিয়ে পড়ার হতাশা থেকে মাথা গরম করে ফেললেন মেসি। অ্যাথেলেটিকের স্ট্রাইকার ভিলালি ব্রেকে কনুই দিয়ে আঘাত করেন মেসি। রেফারি মেসিকে লাল কার্ড দেখান। এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন মেসি। দেশের জার্সিতে অবশ্য দু'বার লাল কার্ড দেখেছিলেন তিনি। শাস্তি হিসেবে দুই থেকে চার ম্যাচ নির্বাচিত হতে পারেন তিনি। সবটাই নির্ভর করছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের ওপর।

প্রয়াত প্রশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-দুরারোগ্য অসুখে ভুগছিলেন বাংলা ও ভারতীয় দলের গোলরক্ষক প্রশান্ত ডোরা (৪৫)। প্রশান্ত ভারতীয় দলের অনেক খেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দায়িত্বের সঙ্গে বাংলার প্রতিনিধিত্বও করেছেন। ২৬ জানুয়ারি তিনি মারা যান। প্রয়াত এই প্রাক্তন ফুটবলারের স্ত্রী এবং ১২ বছরের এক পুত্র বর্তমান।

চাইলেন গেইল

বার্বাডোজ-অলিম্পিক্সে টি-টেন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটকে যুক্ত করতে চান ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইল। তিনি বলেছেন, 'এই ক্রিকেটটা খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তাই আমার মনে হয়, তাকেও অলিম্পিক্সে যুক্ত করার কথা ভাবা যেতে পারে।' জানুয়ারি মাসেই আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত হল টি-টেন ক্রিকেট। সেখানে আবু ধাবির হয়ে খেলছেন ক্রিস গেইল।

সংকটাপন্ন অলিম্পিক্স

টোকিও-বেড়ে যাওয়া করোনার সংক্রমনের জন্য টোকিওতে অনেকেই চাইছেন অলিম্পিক্স বাতিল করা হোক। টোকিওবাসীর ভয় অলিম্পিকে বিদেশিরা অংশগ্রহণ করলে মারণ ভাইরাস আরও ছড়িয়ে যাবে এবং তার পরিণতিও খারাপ হবে। এই করোনার জন্য অলিম্পিক্স এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী গেমস হওয়ার কথা চলতি বছরের ২৩ শে জুলাই থেকে ৮ ই আগস্ট পর্যন্ত।

সৌরভ ফের হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি-ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭ জানুয়ারি হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি। ২৭ জানুয়ারি বুকে অল্প স্বল্প ব্যথা অনুভব করতে থাকেন সৌরভ। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ডাক্তাররা ফের দুটো স্টেন্ট বসান। এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোনে মহারাজের খোঁজখবর নেন। সকলেই দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার বার্তা দিতে থাকেন।

সিডনিতে মাঠে গণ্ডগোল

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সিডনি-সিডনির মাঠে ৯ জানুয়ারি ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন দর্শকদের মধ্যে থেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য উড়ে আসে যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজকে উদ্দেশ্য করে। আপত্তিকর মন্তব্যগুলোর মধ্যে 'মাঙ্কি' শব্দটি রয়েছে। এই শব্দটি যথেষ্ট বর্ণবিদ্বেষমূলক বলে চিহ্নিত। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মহাবিতর্কিত 'মাঙ্কি গেট' এপিসোডটি ঘটেছিল। ভারতীয় ক্রিকেটাররা গ্যালারিতে দর্শকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান আম্পায়ারকে। যে সব ভারতীয় ক্রিকেটাররা বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করছিলেন তাদের মধ্যে চারজনকে উদ্দেশ্য করে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে প্রত্যেকটি খেলাতেই আইন যথেষ্ট কড়া। ভারতীয় বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্ল বলেছেন, ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা। বর্ণবিদ্বেষের কোন জায়গা নেই। এ ধরনের আচরণের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত।' বিষয়টি এখন অস্ট্রেলীয় বোর্ড এবং সিডনি কর্তৃপক্ষের হাতে। এই ঘটনার পর থেকে মেজাজ হারিয়েছে ভারতীয় দল।

রেকর্ড গড়ার পথে রোনাল্ডো

প্যারিস-ফুটবল সম্রাট পেলেকে ছুঁলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এখন তাঁর মোট গোল সংখ্যা ৭৫৭। কিংবদন্তি ফুটবল সম্রাট পেলের গোলসংখ্যা ৭৫৭। ৩ জানুয়ারি সিরি 'এ' লিগে জুভেন্টাস ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে উদিনেসকে। এই খেলায় দুটি অর্ধে দুটি গোল করেন রোনাল্ডো। প্রথম গোলটি করেই রোনাল্ডো ছুঁয়ে ফেলেন পেলেকে। এখন রোনাল্ডোর সামনে রয়েছে জোসেফ বিকান। তাঁর গোলের সংখ্যা ৭৫৯। রোনাল্ডোর সেই রেকর্ড ছুঁতে দরকার মাত্র দুটি গোল। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন লিওনেল মেসি (৭৪২)। যদিও রোনাল্ডোর থেকে ২০০ ম্যাচ কম খেলেছেন মেসি।

মেসির নতুন ইতিহাস

স্পেন-নতুন ইতিহাস গড়ার ম্যাচে নিজে গোল পেলেন না কিন্তু গোল দিতে সাহায্য করলেন লিওনেল মেসি। লা লিগায় এই ম্যাচে মেসির দল বার্সেলোনা ১-০ ব্যবধানে হারাল হুয়েসকাকে। বার্সার হয়ে সব প্রতিযোগিতা জুড়লে ৭৫০ তম ম্যাচ খেললেন আর্জেন্টিনীয় কিংবদন্তি। লা লিগায় খেললেন ৫০০ তম ম্যাচ। বার্সার জার্সি গায়ে সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলেছেন জার্ভি হার্নান্ডেজ (৭৬৭)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মেসি। লা লিগায় জার্ভির ম্যাচসংখ্যা ৫০৫। সম্প্রতি একটি ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পেলেকে ছাপিয়ে রেকর্ড করেছিলেন মেসি। ৩ জানুয়ারি ম্যাচের ২৭ মিনিটে মেসির পাস থেকে গোল করেন ফ্রেঙ্কি ডি জং।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

নেতাজীর জন্মদিন ও প্রজাতন্ত্র দিবসের কয়েকটি মুহূর্ত

আমহার্স্ট স্ট্রিটে প্রজাতন্ত্র দিবসে সচেতনতা প্রচারে কুইজে অংশগ্রহণকারীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে নিজস্ব চিত্র

নেতাজির ১২৫ তম জন্ম দিবসে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচীতে উপস্থিত সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিজস্ব চিত্র

গড়িয়াহাটের প্রচারে সংগঠনের স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে জনৈক প্রবীণ নাগরিকের হাতে নিজস্ব চিত্র

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জনৈক পুলিশ অফিসারের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

সিমলা স্ট্রিটে সংগীত পরিবেশন করছেন প্রিয়াঙ্কা শূর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন সম্পাদক ও রাজীব সান্যাল

নিজস্ব চিত্র প্রজাতন্ত্র দিবসের মঞ্চে আমন্ত্রিত কুইজ মাস্টার রাজীব সান্যাল এবং সংগীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা শূর নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বর্বিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ, ৭৩) শীলা নন্দী, ৭৪) প্রিয়াঙ্কা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.